গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
বিভাগীয় কার্যালয়
হড়গ্রাম (ঠাকুরমারা), কাশিয়াডাঙ্গা, রাজশাহী-৬২০১
Email: addirrajdiv@dnc.gov.bd, rajshahizonednc@gmail.com

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী এর অধীন জেলা কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ ফজলুর রহমান
অতিরিক্ত পরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী

তারিখ ও সময় ঃ ৩০/০১/২০২৪ খ্রিঃ, সকাল ১০:০০ টায়

রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন জেলা কর্মকর্তা এবং প্রসিকিউটর/সহকারী প্রসিকিউটরদের নিয়ে জুম অন লাইনে আয়োজিত মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতি সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। গত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। তাতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা সংযোজন প্রস্তাব না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত ও দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি রাজশাহী বিভাগ কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনার বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১.	**মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ** সভায় রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন জেলা কার্যালয়ভিত্তিক নভেম্বর/২৩ মাসের মামলার বিবরণী ও মামলার প্রমাপ উপস্থাপন করা হয় এবং তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। রাজশাহী বিভাগে মাসিক মামলার প্রমাপ ১২০টি। পক্ষান্তরে, ডিসেম্বর/২০২৩ মাসে অত্র বিভাগে মোট ৫৯০টি মামলা রুজু করা হয়েছে (নিয়মিত ১১১টি ও মোবাইল কোর্ট ৪৭৯টি)। অত্র বিভাগের নভেম্বর ২৩ মাসে টার্গেটের চেয়ে (৫৯০-১২০)=৪৭০টি মামলা বেশি উদঘাটন করায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জেলা কার্যালয়, পাবনা কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পরিমান গাঁজা এবং জেলা কার্যালয়, বগুড়া কর্তৃক ইয়াবা উদ্ধার এবং জেলা কার্যালয়, নাটোর কর্তৃক সর্বোচ্চ মামলা উদ্ধার করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। অপরদিকে মামলা এবং গাঁজা উদ্ধারের পরিমান নগণ্য হওয়ার বিষয়ে জেলা কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ বলেন ম্যাজিস্ট্রেট স্বল্পতার কারণে মামলা কম হচ্ছে। মোবাইল কোর্ট মামলা না হলে নিয়মিত মামলা করে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আলামত উদ্ধারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য জেলা কর্মকর্তা, নওগাঁকে নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাটে আলামত উদ্ধার কম হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সাক্ষ্য প্রদানের কারণে অভিযান করতে অসুবিধা হওয়ায় শুক্রবার/শনিবার ০১টি করে সার্কেলে মামলা করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। প্রত্যেক জেলায় প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ২০টি মামলা রুজু করতে হবে। সিপাইদের দিয়ে তথ্য সংগ্রহপূর্বক নিশ্চিত হয়ে অভিযান পরিচালনা করবেন এবং সকলেই দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। প্রত্যেক উপজেলায় অভিযান পরিচালনাপূর্বক প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীতে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। অভিযান পরিচালনায় সভাপতি বলেন, প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক (১) প্রত্যেক মাদকদ্রব্য পণ্যাগারে কর্মরত পরিদর্শকগণ নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে মাদকবিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ, মামলার এজাহার দাখিল ও তদন্তকরণসহ গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। প্রত্যেক জেলা	ক) মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করতে হবে এবং প্রতি মাসে নিজ অধিক্ষেত্রের প্রত্যেক উপজেলায় অভিযান পরিচালনা করতে হবে। খ) রেল লাইন আছে এমন জেলায় প্রতি মাসে আবশ্যিকভাবে ট্রেনে অভিযান করতে হবে। গ) আলামত খানার জন্য পৃথক আলামত রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে। আলামত খানার চাবি নির্দিষ্ট পরিদর্শক বা উপ-পরিদর্শকের নিকট থাকবে। আলামতখানা ব্যতিত অন্য কোথাও মামলার আলামত সংরক্ষণ করা যাবে না। জেলা কর্মকর্তাগণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। ঘ) গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।	উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (সকল)

	কর্মকর্তাগণকে প্রতি মাসে আবশ্যিকভাবে ০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। তবে কোন অবস্থায় পরিদর্শক বা উপ-পরিদর্শকের নিচে কোন কর্মচারীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমে প্রেরণ করা যাবে না। প্রোজেক্টারের মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শর্টফিল্ম প্রদর্শন করলে গণসচেতনতামূলক কাজে অধিক ফলপ্রসূ হবে। আবশ্যিকভাবে প্রত্যেক থানায় অভিযান পরিচালনানসহ মামলা রুজু করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যেখানে ট্রেন লাইন আছে সেখানেও আবশ্যিকভাবে অভিযান পরিচালনাসহ মামলা দায়ের করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। মাদক ব্যবসায়ীদের বড়, ছোট এবং মাঝারী তিন ধরনের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তালিকা বড় হতে হবে তবে সব মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা থাকতে হবে এমনটা নাও হতে পারে এবং মাসিকভিত্তিতে প্রেরিত মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকায় নতুন মাদক ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। প্রত্যেক আলামতখানার জন্য একটি পৃথক আলামত রেজিস্টার রাখতে হবে এবং মামলা নিস্পত্তির পর আলামত ধ্বংস করতে হবে। আলামত খানার চাবি নির্দিষ্ট পরিদর্শক/উপপরিদর্শক এর নিকট রাখতে হবে। সাক্ষ্যদানের বিষয় সভাপতি বলেন যে, কয়টি সমন পেয়েছে এবং কয়জন সাক্ষ্য দিয়েছে ও কয়জন সাক্ষ্যদানে অনুপস্থিত আছে সে বিষয়ে প্রতি মাসের ০২ তারিখের মধ্যে 'ছক' মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।		
০২.	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতিঃ** ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের APA অনুযায়ী মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কোন তারিখে ও সময়ে, কাদের উপস্থিতিতে কোথায় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়েছে তার স্বপক্ষে তথ্য, ছবি, ভিডিও ক্লিপ, পেপার কাটিং ইত্যাদি প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করতে হবে এবং প্রেরিত ছবিতে ক্যাপশন থাকতে হবে। সেই সাথে নিজ কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্থানে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম সংগ্রহপূর্বক একটি তালিকা প্রেরিত 'ছক' মোতাবেক ৫ তারিখের মধ্যে অত্র কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য জেলা কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করেন। দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ্যাসেম্বলিতে স্ব-স্ব অবস্থানে এক মিনিট দাঁড়িয়ে 'মাদককে না বলা' কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মেন্টর তৈরীর বিষয়ে ইতোমধ্যে ০৮টি জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮০জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাঁদের নেতৃত্বে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি মাসে মাদকবিরোধী সভার আয়োজন করতে হবে।	ক) প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী শতভাগ টার্গেট পূরণ করতে হবে। খ) মেন্টর প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের দ্বারা স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।	উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (সকল)

০৩.	**অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি নিস্পত্তির অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ** সভাপতি সভায় অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে রাজশাহী বিভাগের যে সকল জেলা কার্যালয় হতে অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে যাতে অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি নিস্পত্তি ব্যবস্থা করা হয় এজন্যে অধিদপ্তরে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, যেসব জেলা কার্যালয়ের অডিট আপত্তি রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে সকল জেলা কার্যালয়ে এখনও অডিট করা হয়নি সেগুলো হালনাগাদ অডিটের জন্য মহাপরিচালক, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর পত্র দেয়ার জন্য আহবান জানান। এছাড়া সকল ডি.ডি.ও. এর দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সভাপতি বলেন যে, কোন কার্যালয়ে যেন অডিট আপত্তি উত্থাপিত না হয় সেজন্য বাজেট ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার অনুরোধ করেন।	(ক) হালনাগাদ অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত মহাপরিচালক, আইটি ও জনসেবা অডিট অধিদপ্তর, ২য় ১২তলা সরকারী অফিস ভবন (৮ম ফ্লোর), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। খ) সরকারী বরাদ্দ আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ব্যয় করতে হবে।	উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক(সকল)।
০৪.	**অধিদপ্তরের জমি-জমা সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ** সভাপতি বলেন যে, রাজশাহী বিভাগের অধীন যে সকল জেলা কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রে অধিদপ্তরের নিজস্ব ভূমি/জায়গা রয়েছে সে সকল জায়গার দলিল পর্চা, খতিয়ান, মিউটেশন ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া, সকল প্রকার খাজনা/পৌরকর/ভূমি উন্নয়ন কর/বিদ্যুৎ বিল হালনাগাদ পরিশোধ করা হচ্ছে কি না তা জানতে চাইলে উপস্থিত সকলেই হালনাগাদ পরিশোধ করা হয় মর্মে সভায় অবহিত করেন। কোন জায়গার সীমানা প্রাচীর না থাকলে জরুরীভিত্তিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে। সীমানা প্রাচীর নির্মাণের বিষয়ে উপপরিচালক, বগুড়া বলেন আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ক) অধিদপ্তরের নিজস্ব জায়গার দলিল, পর্চা, খতিয়ান, মিউটেশন ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া সকল প্রকার খাজনা/পৌরকর/ভূমি উন্নয়ন কর/বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি (যদি থাকে) হালনাগাদ পরিশোধ করতে হবে। বর্ষা মৌসুম শেষে সান্তাহারের জায়গার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	ক) উপপরিচালক/ সহকারী পরিচালক (সকল)।
০৫.	**সরকারী-বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ঃ** সভাপতি 'বেসরকারি মাদক নিরাময় প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পূর্বে মাদকাসক্ত রোগী সাজাপ্রাপ্ত কিনা সে ব্যাপারে বেসরকারী মাদক নিরাময় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি প্রয়োজন মোতাবেক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তরের নিকট তথ্য সরবরাহ করবেন। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তর সহযোগিতা করবেন' মর্মে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সেবা প্রদান বিষয়ে ষ্টেকহোল্ডাগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ ২য় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য জেলা কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করেন। অসহায় মাদকাসক্ত রোগীদের সুষ্ঠু চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সকল মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পূনর্বাসন কেন্দ্রে নিবিড় নজরদারী প্রয়োজন। রোগীর জন্য বেড আছে কিনা, রোগীদের খাবারের মান উন্নত কিনা, রোগীদের বিছানাপত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা, রোগীকে মারধর করা হয় কিনা, ডাক্তার নিয়মিত কেন্দ্রে এসে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন কিনা সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য জেলা কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। লাইসেন্সবিহীন কোন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র অবৈধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকলে সেগুলো অবিলম্বে লাইসেন্সের আওতায় আনার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি অবৈধ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র যেন গড়ে না উঠে তা নিশ্চিত করতে হবে। নিরাময় কেন্দ্রের সার্বিক পরিবেশ উন্নয়ন ও রোগীদের চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিত	ক) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা দিতে হবে। কেন্দ্রে চিকিৎসকের নিয়মিত উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। খ) বেসরকারি মাদক নিরাময় প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পূর্বে মাদকাসক্ত রোগী সাজাপ্রাপ্ত কিনা সে ব্যাপারে বেসরকারী মাদক নিরাময় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি প্রয়োজন মোতাবেক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তরের নিকট তথ্য সরবরাহ করবেন। জেলা কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন। গ) প্রধান কার্যালয়ের প্রমাপ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ঘ) লাইসেন্সবিহীন অথবা লাইসেন্স নবায়ন ব্যতীত কোন বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনা করা যাবে না। ঙ) চিকিৎসারত রোগীদের অভিভাবকদেরকে বিনা মূল্যে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। চ) অনুদানপ্রাপ্ত নিরাময় কেন্দ্রগুলোর প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ নীতিমালায় উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। জেলা কর্মকর্তাগণ	ক) সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক/ সহকারী পরিচালক (সকল)/মেডিকেল অফিসার। খ) বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রের স্বত্ত্বাধিকারী

	প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহবান জানান। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উপপরিচালক/সহকারী পরিচালকগণ নিজস্ব অধিক্ষেত্রের আওতাধীন প্রতিমাসে ২(দুই)টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করে বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণসহ জেলা মনিটরিং কমিটির সভাপতি বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে বিনা মূল্যে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করেন কিনা সে বিষয়ে খেয়াল রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল বেসরকারি মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের ডিজিটাল সাইনবোর্ডে আবশ্যিকভাবে লাইসেন্স সম্পর্কিত তথ্যাদি (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত, লাইসেন্স নম্বর ইত্যাদি) দৃশ্যমান স্থানে সংযোজনের বিষয়টি সকল জেলা কর্মকর্তাকে নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া চিকিৎসা সেবার জন্য একজন রোগীর প্রতি মাসে কত টাকা প্রয়োজন হয় তা মাদকাসক্ত রোগীদের অভিভাবকদের জ্ঞাতার্থে কেন্দ্রের রিসিপশনে বা মূল ফটকে টাঙ্গানো আছে কিনা সে বিষয়টিও নিশ্চিত করবেন। ২০২৩ সালে অনুদানপ্রাপ্ত ১০টি নিরাময় কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ যাতে অনুদানের অর্থ নীতিমালায় উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয় করে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তাবৃন্দ নিশ্চিত করবেন। জেলা কর্মকর্তাগণ তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শনপূর্বক বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। সরকারি আঞ্চলিক মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রটি খোলামেলা পরিবেশে স্থানান্তর করার উদ্যোগ গ্রহণসহ ২৫জন রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি মেডিকেল অফিসারকে নির্দেশনা প্রদান করেন। মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সুস্থ্য থাকার জন্য একটি গাইড লাইন প্রদানের জন্য মেডিকেল অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করেন।	বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। ছ) সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রটি ২৫ জন রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় মেঝে জায়গা বিশিষ্ট বিল্ডিং ও খোলামেলা পরিবেশে স্থানান্তর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
০৬.	**<u>লাইসেন্স ও অফিস পরিদর্শন</u> ঃ** সভাপতি বলেন, অধিদপ্তর হতে মাদকদ্রব্যের লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। তাছাড়া প্রত্যেক নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা তাঁর নিজ অফিস ৩ মাস পর পর এবং সার্কেল অফিস নিয়মিত পরিদর্শন করবেন। অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদন নির্দেশনা অনুযায়ী প্রধান কার্যালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ক) জেলা কর্মকর্তাগণ আবশ্যিকভাবে ৩ মাস পর পর নিজ অফিস পরিদর্শন করবেন। তাছাড়া জেলা কর্মকর্তা ও পরিদর্শকগণ সব ধরণের মাদকদ্রব্য লাইসেন্স/পারমিট বিধিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৩ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।	ক) উপপরিচালক/ সহকারী পরিচালক (সকল) খ) সার্কেল পরিদর্শক (সকল)।
০৭.	**<u>বাধ্যতামূলকভাবে ইউনিফরম পরিধান</u> ঃ** সভাপতি বলেন, পোষাক বিধিমালায় পোষাক পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারী দায়িত্ব পালনকালে মাঠ পর্যায়ের প্রাধিকারভুক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাধ্যতামূলকভাবে ইউনিফরম পরিধান করা আবশ্যক।	প্রাধিকারভূক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে ইউনিফরম পরিধান করতে হবে।	ক) উপপরিচালক/ সহকারী পরিচালক (সকল) খ)সার্কেল পরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্ট (সকল)।

০৮	**ওয়াকিটকি এবং মোবাইলে কর্পোরেট সীমের ব্যবহার ঃ** নিজ কার্যালয়ে বরাদ্দকৃত ওয়াকিটকি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কোন সমস্যা থাকলে ওয়াকিটকি ও রিপিটার এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আগামী ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য সকল জেলা কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। মাদকবিরোধী অভিযান, মামলা উদঘাটনসহ দাপ্তরিক সকল কাজে সরকারি সিম কার্ড ব্যবহার করতে হবে। তিনি বলেন দাপ্তরিক প্রয়োজনে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুকূলে কর্পোরেট সিম বিতরণ করা হয়েছে তাঁদেরকে আবশ্যিকভাবে বিরতিহীনভাবে চালু রাখতে হবে। জেলা কর্মকর্তাগণ Field Force Locator-এর মাধ্যমে তার নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদেরকে নজরদারীতে রাখবেন।	১। ওয়াকিটকি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কোন সমস্যা থাকলে জরুরীভিত্তিতে মেরামতপূর্বক ব্যবহার উপযোগী করতে হবে। ২। সংশ্লিষ্ট সকলকে বিরতিহীনভাবে কর্পোরেট সীম কার্ড ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	ক) উপপরিচালক/ সহকারী পরিচালক(সকল)
০৯.	**মাসিক সমন্বয় সভা:** প্রত্যেক জেলা কার্যালয়ে অবশ্যই মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। কর্মকর্তাগণ যাতে কোন অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত না হয় সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করতে হবে।	প্রত্যেক জেলা কার্যালয়ে সহকর্মীদের নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। কর্মকর্তাগণ যাতে কোন অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত না হয় সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করতে হবে।	উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক(সকল)
১০.	**বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষ্য প্রদান:** সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়ায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদানে অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে মর্মে সভাপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এধারা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। শারীরিকভাবে সক্ষম হয়ে সাক্ষ্য প্রদান না করলে তাদের বিষয়ে চিঠি লিখতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যও তিনি জেলা কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করেন। কোন কারণে সাক্ষ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে তা লিখিতভাবে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। জেলা কর্মকর্তাগণ উক্ত সাক্ষীর বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতকে অবহিত করবেন। এছাড়াও সাক্ষীর সমন প্রেরণের ক্ষেত্রে পরবর্তী তারিখ উল্লেখ করার জন্য জেলা কর্মকর্তাগণকে পরামর্শ প্রদান করেন এবং প্রতি মাসের ১ তারিখে সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত তথ্য 'ছক' মোতাবেক বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সাক্ষীগণের পরবর্তী তারিখ টপ শীট আকারে সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণের জন্য প্রসিকিউটর/সহকারী প্রসিকিউটরদের নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া ফরওয়ার্ড ডাইরীতেও সাক্ষ্য প্রদানের রেকর্ড রাখার জন্য প্রসিকিউটর/সহকারী প্রসিকিউটরদের নির্দেশ প্রদান করেন। রাজশাহী/বগুড়া জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলায় প্রসিকিউটর/সহকারী প্রসিকিউটরদের কোর্টে বসার জায়গা নেই। সে সকল জেলার কর্মকর্তাগণকে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে দ্রুত কোর্টে বসার জায়গার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	ক) বিচারাধীন মামলার সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্যদান নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। যাদের বেশী সংখ্যক সাক্ষী থাকে বিজ্ঞ আদালতের সঙ্গে আলাপ করে তাদের জন্য একদিনে ২/৩টি সাক্ষ্যদানের ব্যবস্থা করতে হবে। খ) যে সকল জেলায় প্রসিকিউটর/সহকারী প্রসিকিউটরদের কোর্টে বসার জায়গা নেই, সে সকল জেলার জেলা প্রশাসকের সহযোগিতা নিয়ে বিজ্ঞ আদালতে প্রসিকিউটর/সহকারী প্রসিকিউটরদের বসার ব্যবস্থা করতে হবে।	উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক(সকল)
১১.	**ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অনুশীলন:** সারদায় ট্রেণিংপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ইতোমধ্যেই তাদের কর্মদক্ষতার প্রশংসনীয় স্বাক্ষর রেখেছেন। সে লক্ষ্যে সভাপতি তাদেরসহ এনফোর্সমেন্টের সবাইকে পিটি প্যারেড করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জেলা কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেন।	সারদায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে এনফোর্সমেন্টের অন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সপ্তাহে ২/৩ দিন পিটি প্যারেড অনুশীলন করার ব্যবস্থা করতে হবে।	উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক(সকল)

১২.	**NTMC এর ব্যবহার :** NTMC (National Telecommunication Monitoring Centre) এর সুবিধা ব্যবহার করে মাদক ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম ও গতিবিধির উপর সহজে নজরদারী করার লক্ষ্যে প্রত্যেক কার্যালয় হতে বড় মাদক ব্যবসায়ীদের সেলফোন নম্বর NTMC তে প্রেরণপূর্বক NTMC-তে কর্মরত ২ জন সহকারী পরিচালকের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। ইতোমধ্যেই নওগাঁয় NTMC–এর সহযোগিতা গ্রহণ করে ০৩(তিন) মামলা উদঘাটন করায় সভাপতি মহোদয় সন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্যান্য জেলা কর্মকর্তাগণকে অনুরূপ সুবিধা গ্রহণ করে মামলা উদ্ঘাটনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া NIMS এর কোন সমস্যা আছে কিনা সে বিষয়ে আগামী ৭ দিনের মধ্যে জানানোর জন্য জেলা কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে নিজ অধিক্ষেত্রের পাইকারী/অর্থলগ্নীকারী মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। খ) NIMS-এ **প্রতিমাসে ০২টি করে মামলা আপলোড করতে হবে।** কোন সমস্যা থাকলে তা চিহ্নিত **করে জরুরীভিত্তিতে** বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। উপপরিচালক/ সহকারী পরিচালক (সকল) ২। পরিদর্শক/ উপপরিদর্শক (সকল)
১৩.	যে সকল কার্যালয়ে এখনও ডি -নথি কার্যক্রম শুরু হয়নি (রাজশাহী, বগুড়া এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ঐ সকল কার্যালয়ে দ্রুত ডি-নথি কার্যক্রম চালুর বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন।	যে সকল কার্যালয়ে **ডি-নথি** কার্যক্রম এখনও চালু করা হয়নি। সে সকল কার্যালয়ে দ্রুত ডি-নথি কার্যক্রম চালু করতে হবে।	১। উপপরিচালক/ সহকারী পরিচালক (সকল)
১৪.	**আউটসোর্সিং এর কর্মচারী:** আউটসোর্সিং এর কর্মচারী সম্পর্কে সভাপতি বলেন যে, তাদের পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। কেউ কাজ না করলে এবং দায়িত্বশীল না হলে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং জয়পুরহাট জেলায় ০৭(সাত) জন আউট সোর্সিং কর্মচারী কর্মরত আছে এবং জেলা কার্যালয়, রাজশাহী কোন আউট সোর্সিং কর্মচারী পদায়ন না থাকায় দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন হচ্ছে। সে জন্য জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট থেকে ০৪(চার) জন কর্মচারীকে জেলা কার্যালয়, রাজশাহীতে সংলগ্নী করা যেতে পারে।	আউটসোর্সিং কর্মচারীদের বিষয়ে নজরদারী বৃদ্ধি করতে হবে। কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।	১। পরিচালক(প্রশাসন) ২। উপপরিচালক/ সহকারী পরিচালক (সকল)
১৫.	**ওয়েব পোর্টাল :** প্রত্যেক জেলার ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ রাখার জন্য সভাপতি সকলকে অনুরোধ জানান।	প্রত্যেক জেলা কার্যালয়ের ওয়েব পোর্টাল ৩ মাস পর পর হালনাগাদ করতে হবে।	উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক(সকল)
১৬.	**শুন্য পদে জনবল পদায়ন:** উপপরিচালক, পাবনা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন পাবনা পণ্যাগারের সিপাই এর ০৩(তিন)টি শুন্য পদে জনবল পদায়ন এবং পাবনা 'ক' সার্কেলে ০১জন মহিলা সিপাই পদায়ন, উপপরিচালক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ তাঁর জেলা কার্যালয়ে ০১জন হিসাব রক্ষকের শুন্য পদে এবং ০১জন মহিলা সিপাই পদায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	পাবনা পণ্যাগারে একজন সিপাই এবং পাবনা 'ক' সার্কেলে একজন মহিলা সিপাই ও জেলা কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জে একজন হিসাব রক্ষক ও একজন মহিলা সিপাই পদায়নের সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি করা হলো।	পরিচালক(প্রশাসন)

অত:পর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ফজলুর রহমান)
অতিরিক্ত পরিচালক

নং-৫৮.০৪.৩০০০.০১৯.১৮.০০১.১৫.

তারিখ ঃ /০২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ

১। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। পরিচালক (প্রশাসন/অপারেশনস/নিরোধ শিক্ষা/চিকিৎসা ও পূনর্বাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, রাজশাহী/বগুড়া/পাবনা/নাটোর/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়।
৫ । মেডিকেল অফিসার, আঞ্চলিক মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী।
৬। সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট/নওগাঁ/সিরাজগঞ্জ----------।

(মোঃ ফজলুর রহমান)
অতিরিক্ত পরিচালক